খুলনা পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প

১। খুলনা শহরের বর্তমান পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য: :

- খুলনা শহরে এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ নগরবাসী কূপ পদ্ধতি (PIT) এবং দুই-তৃতীয়াংশ নগরবাসী সেপটিক ট্যাংক (Septic Tank) পদ্ধতি ব্যবহার করে।
- সেপটিক ট্যাংক ও কূপগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে রাস্তার পাশে অবস্থিত উম্মুক্ত পরিবেশে ড্রেনের সাথে সংযুক্ত এবং কূপ ও সেপটিক ট্যাংকির ময়লা-বর্জ্য পানি সরাসরি উন্মুক্ত ড্রেনে নিঃসরণ হওয়ার কারণে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
- বর্তমানে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের কনটেইনার গাড়ীর মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে সেপটিক ট্যাংক হতে পয়: বর্জ্য পরিবহন করে নির্ধারিত সেনিটারী ল্যান্ড ফিল এ রাখা হচ্ছে।
- গৃহস্থালি পয়ঃবর্জ উন্মুক্ত ড্রেনের পানির সাথে মিলিত হয়ে সেখানে মশা-মাছি ও রোগ জীবানু সৃষ্টি হওয়ায় প্রজনন ক্ষেত্র তৈরি করছে ডাইরিয়া, ডেঙ্গু জ্বর, টাইফয়েড, কলেরা এবং পানি বাহিত রোগ দ্বারা শহরবাসী আক্রান্ত হয়ে থাকে।

২। প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্য :

- খুলনা শহরে অধুনিক টেকসই পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে খুলনা শহরের প্রায় ৭০% (১০লক্ষ) মানুষের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা সুরক্ষার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য সমুন্নত রাখা।
- পয়:নিস্কাশন পাইপ লাইন ও পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে পয়:বর্জ্য ও ময়লা পানি সংগ্রহ/অপসারণ করে পয়:শোধনাগারে পরিশোধন করা।
- প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উপকার ভোগীদের উদ্বুদ্ধকরণ।

৩। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম: :

- খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাইরে পাশ্ববর্তী বটিয়াঘাটা উপজেলা এলাকায় ২টি স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ (৬০ এমএলডি এবং ৩০ এমএলডি);
- স্যুয়ার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ- ৮টি;
- স্যুয়ার নেটওয়ার্ক নির্মাণ-১৭৩ কি.মি. এবং সার্ভিস লাইন নির্মাণ- ৭৭ কি.মি.;
- হাউজ কানেকশন- ৩০,০০০ টি;
- ওয়েট (Wet) ল্যান্ড নির্মাণ - ১টি;
- পরামর্শক (ম্যানেজমেন্ট এবং সুপারভিশন) সেবা -৫৬৯ (বৈদেশিক-৯৫, স্থানীয়-৪৭৪) জনমাস;
- স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-এ বর্জ্য পরিশোধন করে প্রায় ৯৫-৯৭%পানি পাইপের মাধ্যমে পাশ্ববর্তী নদী/খালে নিঃসরিত হবে এবং অবশিষ্ট অংশ সেনিটারি ল্যান্ড ফিল্ড-এ জমা হবে।

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নকাল : জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫

৫। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
২৩৩৪১৩.৮৫	৯২৯৪২.০৪	১৪০৪৭১.৮১	ADB

*জিওবি খাতের ৯২৯৪২.০৪ লক্ষ টাকা থেকে প্রায় ৭৫% অর্থ ৬৯৫৪৪.০০ লক্ষ টাকা সিডিভ্যাট ও অন্যান্য ট্যাক্স হিসেবে সরকারি কোষাগারে পরিশোধ করা হবে।

৬। এডিবি থেকে ১৬০ মিলিয়ন ইউএস ডলার ঋণ প্রক্রিয়াকরণের হালনাগাদ অগ্রগতি :

- গত ০৮-২৩ জুন, ২০২০ পর্যন্ত Loan Fact Finding Mission এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং জন্য এডিবি থেকে ১৬০ মিলিয়ন ইউএস ডলার (১৪০৪.৭১৮১ কোটি টাকা) সহায়তা প্রদানের পরিমাণ চুড়ান্ত করা হয়েছে।
- Fact Finding Mission ইআরডি ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে জুলাই, ২০২০ তারিখের মধ্যে প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন, ২০ আগস্ট, ২০২০ এ লোন নেগোসিয়েশন ও ১৫ নভেম্বর, ২০২০ এডিবি'র সাথে বাংলাদেশ সরকারের ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।